সংবাদ

তারিখ ... 10 FEB 2005 ...

রংপুরে নর্দার্ন মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের দখলে

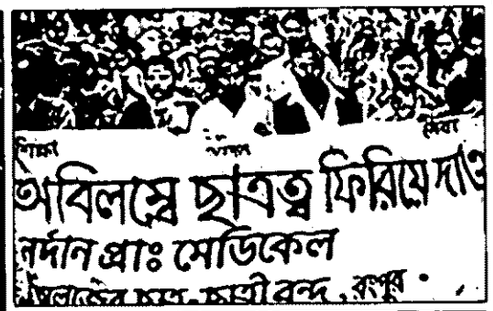

নর্দার্ন মেডিক্যাল কলেজ (বাঁয়ে), শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ —সংবাদ

• জালিয়াত ড্যাব নেতা জহুরুল ও তার স্ত্রীকে ধর, ৫ কোটি টাকা ফেরত দাও

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

ড্যাব নেতা জহুরুল হকের নর্দার্ন প্রাইভেট মেডিক্যালের অনুমোদন বাতিল করার ঘটনা নিয়ে রংপুরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ১৪৩ জন ছাত্রছাত্রী তাদের কাছ থেকে নেয়া প্রায় ৫ কোটি টাকা ফেরতের দাবিতে নর্দার্ন প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের পুরো ভবন দখল করে নিয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকে দফায় দফায় সড়ক অবরোধ, তাদের ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়া এবং ৫ কোটি টাকা ফিরিয়ে দেয়ার দাবিতে তারা বিক্ষোভ করছে। গতকাল বুধবার ছাত্রছাত্রীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাও এবং রংপুর শহরের প্রধান সড়ক অবরোধ করেছে। পৃথক স্মারকলিপিতে ৫ দফা দাবিনামা পেশ করেছে। ছাত্রছাত্রীরা অবিলম্বে জালিয়াত ড্যাব নেতা ডা. জহুরুল হক ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান তার স্ত্রী লাভলী বেগমকে গ্রেফতার, ৫ কোটি টাকা উদ্ধার এবং তাদের শিক্ষা জীবন ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। দখলে : (পৃ: ১১ ক: ৭)

দখলে : শিক্ষার্থীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল বুধবার দুপুরে রংপুর প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নর্দার্ন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা লিখিত অভিযোগে জানায়, ২০০০ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সাময়িক অনুমোদন দিয়ে এই কলেজের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে এবং অনুমতিপত্র দেখে তারা ভর্তি হয়। ছাত্ররা অভিযোগ করে ডা. জহুরুল হক রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগের চিকিৎসক এবং সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রী লাভলী বেগমকে কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান বানিয়ে কলেজ চালিয়ে আসছিলেন। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে, ডা. জহুরুল হক প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে জনপ্রতি আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা করে প্রায় ৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তারা অভিযোগ করেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক অনুমোদনের সময় প্রদত্ত শর্তাবলি পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং নীতিমালা অমান্য করায় কলেজের সাময়িক অনুমোদন বাতিল করে দেয়। মূলত ডা. জহুরুল হকের শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা, জালিয়াতির কারণে অধ্যয়নরত ১৪৩ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন ধ্বংস হওয়ার পথে। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে, ডা. জহুরুল হক ও তার স্ত্রী লাভলী বেগমকে গ্রেফতার করে ৫ কোটি টাকা ফেরত দেয়া এবং বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে তাদের লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা থাকে। তা না হওয়া পর্যন্ত পুরো কলেজে ছাত্ররা অবস্থান করবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র এস কে আকাশ।

এদিকে নর্দার্ন মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন বাতিল হওয়ার পর থেকে ডা. জহুরুল ও তার স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক তাদের হন্য হয়ে খুঁজছেন।

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ওয়াহিদা বেগম, নাজমুন নাহার, তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মদিনা, প্রথম বর্ষের ছাত্রী ইসরাত, তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নজিবুল্লা, চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আকাশ জানায়- তারা তো ডা. জহুরুল হকের জালিয়াতির বিষয় জানতো না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমোদন তো দেয়া হয়েছিল। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে তারা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া করে আসছে। এখন কলেজের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে কিন্তু ১৪৩ জন ছাত্রছাত্রীর একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে তাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন বিকল্প থাকবে না। সেই সঙ্গে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের। তারা ইতোমধ্যে জনপ্রতি আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা করে দিয়েছে। তাদের যে কোন প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভর্তি এবং তাদের কাছ থেকে নেয়া টাকা সমন্বয় করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছে।

নর্দার্ন প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের একদল ছাত্রছাত্রী ঢাকায় গেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। এদিকে রংপুরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন নর্দার্ন প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন বাতিল করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে তাদেরকে শিক্ষা জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং প্রতারক ডা. জহুরুল হক ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত নির্দেশনামা রংপুরে আসার পর থেকে তোলপাড় চলছে। 'সংবাদে' এ সংক্রান্ত খবর প্রথম পাতায় প্রকাশিত হলে সকালেই সব কপি বিক্রি হয়ে যায়, পরে ফটোকপি বিক্রি হয়েছে।